গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ অধিশাখা

বিষয়ঃ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের উপর অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	মোঃ রইছউল আলম মন্ডল, সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।
সভার স্থান	:	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ।
তারিখ ও সময়	:	২৬ নভেম্বর ২০১৯ ও বেলা ১১.০০ টা
সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা	:	পরিশিষ্ট-'ক' তে সংযুক্ত আছে।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের গুরুত্ব সম্পর্কে সভায় আলোকপাত করেন এবং বলেন এসব প্রতিশ্রুতির সাথে ইতঃপূর্বে সমাপ্ত সরকারের মেয়াদে এবং বর্তমান মেয়াদেও অনেক ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্বাচনী ইশতেহারেরও সম্পর্ক রয়েছে বিধায় এগুলি বাস্তবায়নে দ্রুততম সময়ে কার্যক্রম সম্পাদন করা বাঞ্চনীয়। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নের বিষয়ে একমত পোষণ করে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে এ বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করবেন মর্মে জানান।

২। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (প্রশাসন-২ অধিশাখা) জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা প্রথমে বিগত ৩০ অক্টোবর ২০১৯ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী অনুমোদনের জন্য সভায় উপস্থাপন করেন। কোন সংশোধনী না থাকায় কার্যবিবরণীটি সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ় করা হয়।

৩। সভায় এ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ ও আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থা প্রধানগণ নির্দেশনা বাস্তবায়নের বিষয়ে অগ্রগতি অবহিত করেন। বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

প্রতিশ্রুতিঃ

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	আলোচনা	গৃহিত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য	বাস্তবায়নে
১	সিরাজগঞ্জে সরকারি ভেটেরিনারি কলেজ স্থাপন করা।	বাস্তবায়িত	প্রতিশ্রুতিসমূহ বাস্তবায়িত হওয়ায় সভায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়।	যুগ্মসচিব (মৎস্য)/ যুগ্মসচিব (প্রাস-৪)/ যুগ্মপ্রধান/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর/ মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
২	মৎস্য চাষে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে সিরাজগঞ্জে মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট স্থাপন।			
৩	জেলেদের জন্য কৃষির অনুরূপ পরিচয় পত্র প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ।			
৪	গোপালগঞ্জ জেলায় হাঁস-মুরগির হ্যাচারি স্থাপন।			
৫	চাঁদপুর মৎস্য গবেষণা কেন্দ্রে ডিপ্লোমা কোর্স চালুকরণ।			
৬	জাটকা ধরা বন্ধ রাখলে ১০ কেজির বদলে মাসিক ৩০ কেজি চাল প্রদান।			

নির্দেশনাসমূহঃ

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা	আলোচনা	গৃহিত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য	বাস্তবায়নে
১.	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে সকলকে সম্পৃক্ত করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) সভায় জানান যে, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৪ এর অভীষ্টের ০৬টি লক্ষ্যমাত্রার সাথে এ মন্ত্রণালয় সরাসরি সংশ্লিষ্ট। অভীষ্ট ১৪ এর আওতায় টেকসই মৎস্য আহরণের নিমিত্ত বঙ্গোপসাগরে মৎস্য সম্পদের মজুদ নির্ণয়ের জন্য গবেষণা ও জরিপ কাজ চলমান আছে। বর্তমানে বঙ্গোপসাগরের ৪.৭৩% এলাকা MPA/MR হিসেবে ঘোষিত হয়েছে। এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়কের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত	ক) টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। খ) টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) এর	অতিরিক্ত সচিব (সকল)/যুগ্মসচিব (সকল)/ যুগ্মপ্রধান/ সকল সংস্থা প্রধান

		মোতাবেক মাঠ পর্যায়ে অবহিতকরণের জন্য স্টেকহোল্ডার কনসালটেশন কর্মশালা আয়োজনের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। গত ১৮/১১/১৯ তারিখে রাজশাহী বিভাগে অবহিতকরণ ও কনসালটেশন কর্মশালা সম্পন্ন হয়েছে। Data Traker –এ তথ্য আপলোডের নিমিত্ত দপ্তর/সংস্থা থেকে সংগ্রহপূর্বক হালনাগাদ করতে হবে। লিড মন্ত্রণালয় হিসেবে অন্যান্য কো-লিড ও এসোসিয়েট মন্ত্রণালয়ের সাথে অগ্রগতি বিষয়ে দ্রুত সভা করার নির্দেশনা রয়েছে। তাছাড়া উপস্থিত সংস্থা প্রধান/প্রতিনিধি তাঁদের স্ব স্ব টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) এর বিষয়ে গৃহিত উদ্যোগ সভায় অবহিত করেন।	বিষয়ে ২০২১ সালের টার্গেট নিয়ে সকলকে কাজ করতে হবে। তাছাড়া ২০২১ সালের মধ্যে অর্জনযোগ্য বিষয়সমূহ সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	
২.	সকল সরকারি ক্রয়ের দরপত্র ই-টেন্ডারিং ২০১৬ সালের মধ্যে করা যায় তা নিশ্চিত করতে হবে।	সকল সরকারি ক্রয়ের দরপ্তর ই-টেন্ডারিং বিষয়ে উপস্থিত সকল সদস্য জানান যে, বর্তমানে ই-টেন্ডারিং এর মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম করা হচ্ছে।	বাস্তবায়িত	অতিরিক্ত সচিব (সকল)/যুগ্মসচিব (সকল)/যুগ্মপ্রধান/ সকল সংস্থা প্রধান
৩.	১০ বছর মেয়াদি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ৭ম পঞ্চম-বার্ষিকী পরিকল্পনা এবং চলতি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়নে দক্ষতার সাথে কাজ করতে হবে।	১০ বছর মেয়াদি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ৭ম পঞ্চম-বার্ষিকী পরিকল্পনা এবং চলতি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়নে দক্ষতার সাথে কাজ করা হচ্ছে মর্মে সভায় আলোচনা করা হয়।	১০ বছর মেয়াদি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ৭ম পঞ্চম-বার্ষিকী পরিকল্পনা এবং চলতি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়নে দক্ষতার সাথে কাজ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (সকল)/যুগ্মসচিব (সকল)/ যুগ্মপ্রধান/সকল সংস্থা প্রধান
৪.	হাওর এলাকায় অধিক পরিমাণে মৎস্য চাষ এবং সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যেতে পারে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, মৎস্য অধিদপ্তরঃ হাওড় খননের বিষয়টি বাংলাদেশ হাওড় ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতাভূক্ত। "হাওড় অঞ্চলে মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনা (২য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের পর ডিপিপি পুনর্গঠনপূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। বিএফআরআইঃ 'বিল ও হাওড় গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন, প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয় প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্প অনুমোদন হলে হাওড়ে Species Spreading গবেষণাসহ অন্যান্য গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।	ক) হাওর খননের বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। খ) হাওর খননের বিষয়ে পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করতেহবে। গ) বিএফআরআই হাওরে Species Spreading নিয়ে গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করবে।	চেয়ারম্যান, বিএফডিসি/ যুগ্মসচিব(মৎস্য)/ যুগ্মসচিব(ব্লু-ইকোনমি) মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর/ মহাপরিচালক, বিএফআরআই
৫.	এ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে মৎস্য সম্পদ এবং হালাল মাংস সৌদি আরবসহ মুসলিম দেশসমূহে রফতানি করা যেতে পারে	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, (ক) মৎস্য সম্পদের গুণগতমান নিশ্চিত করে মাছ রপ্তানি করা হচ্ছে। অক্টোবর, ২০১৯ মাসে মধ্যপ্রাচ্যে মোট ৪০৭.১৪৬ মে.টন মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানি হয়েছে। এর মধ্যে সৌদি আরবে ১৫৭.১০৯ মে.টন আহরিত মাছ রপ্তানি হয়েছে। চলতি ২০১৯-২০ অর্থবছরের জুলাই,২০১৯ হতে অক্টোবর, ২০১৯ মাস পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যে মোট ১৪৫৫.৪৩ মে.টন মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানি হয়েছে। এর মধ্যে সৌদি আরবে ৫৮৪.০৪ মে.টন মাছ রপ্তানি হয়েছে। (খ) বিষয়টি ফলো আপ করা হচ্ছে। (গ) নির্দেশনাটি অনুসরণ করা হচ্ছে। মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন যে, গ) বাংলাদেশে গবাদিপশুর ক্ষুরারোগ মুক্ত	(ক) রপ্তানিযোগ্য মৎস্য সম্পদের গুণগতমান নিশ্চিত করে রপ্তানি করতে হবে। (খ) মৎস্যসম্পদ রপ্তানি বৃদ্ধির প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। MOU সম্পাদনের বিষয়টি ফলোআপ করতে হবে। (গ) zoning কর্ম-পরিকল্পনা চূড়ান্ত হওয়ায় বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরবর্তী সভায় জানাতে হবে।	অতিঃ সচিব (প্রাস-২)/ যুগ্মসচিব (মৎস্য)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর/ মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

		এলাকা কিংবা জোন সৃষ্টির লক্ষ্যে পাবনা জেলার ০৩ টি উপজেলায় টিকা প্রদানের কার্যক্রম চলমান আছে। অক্টোবর/১৯ ইং মাস পর্যন্ত ২৭ হাজার ৪ শত ৮৬ টি গবাদিপশুকে ক্ষুরারোগের টিকা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলা, চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর ও দামুরহুদা উপজেলা, মেহেরপুর জেলার সদর উপজেলা এবং বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট উপজেলায় ছাগল ও ভেড়ার পিপিআর রোগমুক্তকরণের লক্ষ্যে টিকা প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত আছে। এছাড়া দেশব্যাপী (৪৯০ উপজেলা ও ১০ মেট্রো থানা) পিপিআর ভ্যাক্সিন সরবরাহ ও ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে পিপিআর রোগ নির্মূল করার জন্য এবং ০৪ জেলার (ভোলা, সিরাজগঞ্জ, পাবনা ও মানিকগঞ্জ) ৩২ উপজেলায় গবাদিপশুর ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য ''পিপিআর রোগ নির্মূল এবং ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রণ''-শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।	(ঘ) বিদেশ থেকে মাছ আমাদীর ক্ষেত্রে মনিটরিং করতে হবে। (ঙ) ৩১ অক্টোবর ২০১৯ তারিখের মধ্যে ভোলাকে FMD মুক্তকরণ ঘোষণা করতে হবে। (চ) ভোলাকে FMD মুক্তকরণ ঘোষণা করা, রপ্তানির বিষয়ে সমস্যা নিরসনের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও অ্যাম্ব্যাস্যাডর-কে পত্র প্রেরণ করতে হবে। (ছ) বিএলআরআই ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	
৬.	বিদেশের বাজারের পাশাপাশি বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের সমন্বয়ে বিদেশে গড়ে ওঠা মার্কেটে মৎস্য এবং মাংস রপ্তানির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, নির্দেশনাটি বাস্তবায়িত ও চলমান। • অক্টোবর, ২০১৯ মাসে মোট ৪,৩৭৫.০৭ মে.টন হিমায়িত মাছ ও চিংড়ি রপ্তানি করে ৪৫.৮৫ মিলিয়ন ইউ এস ডলার এবং ১,৩৭৫.৭৮ মে.টন বরফায়িত মাছ রপ্তানি করে ৫.২৫ মিলিয়ন ইউ এস ডলার আয় হয়েছে। • চলতি ২০১৯-২০ অর্থবছরের জুলাই,২০১৯ হতে অক্টোবর, ২০১৯ মাস পর্যন্ত মোট ১৫,৬৪৩.৯৯ মে.টন হিমায়িত মাছ ও চিংড়ি রপ্তানি করে ১৫৫.০৪ মিলিয়ন ইউ এস ডলার এবং ৩,৪২০.৬৫ মে.টন বরফায়িত মাছ রপ্তানি করে ১০.৭৪ মিলিয়ন ইউ এস ডলার আয় হয়েছে। • অক্টোবর, ২০১৯ মাসে মোট ৭,০২৪.০৫ মে.টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে ৫৫.০৮ মিলিয়ন ইউ এস ডলার আয় হয়েছে। • চলতি ২০১৯-২০ অর্থবছরের জুলাই, ২০১৯ হতে অক্টোবর, ২০১৯ মাস পর্যন্ত মোট ২৪,৬৯১.৬৮ মে.টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে ১৮২.৯৮ মিলিয়ন ইউ এস ডলার আয় হয়েছে। (গ) অক্টোবর, ২০১৯ মাসে মোট ২০৩ মে.টন ফিস স্কেল ও চিংড়ির খোসা এবং ২ মে.টন হাঙরের পাখনা রপ্তানি করা হয়েছে। চেয়ারম্যান, বিএফডিসি সভায় জানান যে, মৎস্য অধিদপ্তর এবং রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরোর সহযোগিতায় দেশের বিভিন্ন প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন স্থানীয় বাজারে সরবরাহসহ রপ্তানীযোগ্য মাছের কিয়দাংশ স্বাস্থ্যসম্মতভাবে অবতরণ ও বাজারজাতকরণের সুবিধাদি প্রদান করে থাকে। এমতাবস্থায়, বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের সমন্বয়ে বিদেশে গড়ে ওঠা মার্কেটে মৎস্য রপ্তানির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, মৎস্য অধিদপ্তর, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো এবং বেসরকারী সংস্থাসমূহ	(ক) রপ্তানিযোগ্য মৎস্য সম্পদ এবং মাংসের গুনগতমান নিশ্চিত করে রপ্তানি করতে হবে। (খ) বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (গ) মাছের বর্জ্য/ উপজাত দ্রব্য জিডিপিতে অন্তর্ভুক্ত করার এবং এ সকল দ্রব্যের রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধির উদ্যোগ নিতে হবে। (ঘ) বিদেশে বাংলাদেশী ব্যবসায়ী সমন্বয়ে গড়ে উঠা মার্কেটে মৎস্য, মাংস ও এদের ভ্যালু অ্যাডেড পণ্য রপ্তানির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	অতিঃ সচিব(প্রাস-২), যুগ্মসচিব (মৎস্য), যুগ্মসচিব, ব্লু-ইকোনমি, যুগ্মসচিব, (প্রাস-১), চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

		সম্মিলিতভাবে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখছে। মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভাকে জানান যে, ক) রপ্তানিযোগ্য মাংসের গুণগতমান নিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয় রোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার (সিডিআইএল) থেকে জীবানুমুক্ত সার্টিফিকেট প্রাপ্তি সাপেক্ষে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর থেকে ভেটেরিনারি হেলথ সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, সিডিআইএল থেকে মাংস রপ্তানির জন্য এনথ্রাক্স ও সালমোনেলা রোগমুক্ত সনদ প্রদান করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে মাংস রপ্তানি হয়েছে- **নাম** | **অক্টোবর/১৯ মাসে রপ্তানি** | **ক্রমপুঞ্জিত (জুলাই/১৮-অক্টোবর/১৯)** গরুর মাংস (কেজি) | ২৮,৬৪৩ | ১১০৬৫৫.৪ প্রসেসড চিকেন/বিফ ফ্রোজেন ফুড (কেজি) | - | - ঘ) রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর মাধ্যমে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মাংস ও এর ভ্যালু অ্যাডেড পণ্য রপ্তানির উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।		
৭.	দুধের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নত জাতের গরু, গাভি, মহিষের জাত উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভাকে জানান যে, নির্দেশনাটি বাস্তবায়নাধীন। ক) ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দুধ, মাংস ও ডিমের লক্ষ্যমাত্রা ও উৎপাদন: **নাম** | **লক্ষ্যমাত্রা** | **অক্টোবর/১৯ মাসের অর্জন** | **ক্রমপুঞ্জিত (জুলাই/১৮-অক্টোবর/১৯)** দুধ (লক্ষ মে. টন) | ১০৬.৫০ | ৭.৫৮ | ৩৪.৯৭ মাংস (লক্ষ মে. টন) | ৭৬.০০ | ৫.০৫ | ২৯.১৮ ডিম (কোটি) | ১৭৩৫.০০ | ১৬২.৯৩ | ৫৬০.১২ মাংস, দুধ ও ডিমের চাহিদা ও উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্থবছরের শুরুতে নির্ধারণ করা হয়। এই লক্ষ্যমাত্রা মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এবং সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মাধ্যমে নির্ধারিত হয়ে থাকে। লক্ষ্যমাত্রা অর্জন নিশ্চিত করার জন্য মন্ত্রণালয়ের সাথে অধিদপ্তরের এপিএ বাস্তবায়ন কমিটির প্রতি ৩ মাস পর পর মূল্যায়ন সভা অনুষ্ঠিত হয়। গ) কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম একটি চলমান প্রক্রিয়া যা দ্বারা গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন ও জেনেটিক বৈশিষ্ট্য উন্নয়ন অব্যাহত রয়েছে। বর্তমানে সাভারস্থ কেন্দ্রীয় কৃত্রিম প্রজনন গবেষণাগার, রাজশাহিস্থ আঞ্চলিক কৃত্রিম প্রজনন গবেষণাগার ও জেলা কেন্দ্রে রক্ষিত উন্নত জাতের ষাঁড়ের বীজ সংগ্রহ করে হিমায়িত ও তরল উপায়ে সমগ্র দেশব্যাপী ৩৮৮০ টি কৃত্রিম প্রজনন উপ-কেন্দ্র ও পয়েন্টের মাধ্যমে কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। গবাদিপশুর জাত উন্নয়নের নিমিত্তে পরিচালিত কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রমের জন্য ব্রীড আপগ্রেডেশন থ্রু প্রজেনী টেস্ট প্রকল্পের মাধ্যমে ৮ টি প্রজেনী টেস্টেড ষাঁড় উৎপাদিত হয়েছে।	(ক) মাঠ পর্যায়ে গবাদিপশু, দুধ, মাংস ও ডিম উৎপাদনের সঠিক তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন দিতে হবে এবং এর চাহিদা ও উৎপাদনের লক্ষমাত্রা নির্ধারণ ও অর্জন নিশ্চিত করার জন্য মন্ত্রণালয়ে সভা করতে হবে। খ) উন্নত জাতের গবাদি পশু উৎপাদনের জন্য গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। উদ্ভাবিত প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ করতে হবে। (গ) কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে দুধ উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং এ বিষয়ে সময় নির্ধারণ করতে হবে।	অতিঃ সচিব (প্রাস-২)/ যুগ্মপ্রধান, মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও মহাপরিচালক, বিএলআরআই

		দুধের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নত জাতের গরু, গাভী ও মহিষের জাত উন্নয়নের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলো চলমান আছেঃ • কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম ও সম্প্রসারণ ও ভ্রুণ স্থানান্তর প্রযুক্তি বাস্তবায়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) যার প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৬৮০.২০ লক্ষ টাকা এবং মেয়াদকাল এপ্রিল, ২০১৫- জুন, ২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত। • লাইভস্টক এন্ড ডেইরী ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প যার প্রাক্কলিত ব্যয় ৪২৮০৩৬.৪৮ লক্ষ টাকা এবং মেয়াদকাল জানুয়ারি, ২০১৯ - ডিসেম্বর, ২০২৩ খ্রিঃ পর্যন্ত। • মহিষ উন্নয়ন (২য় পর্যায়) প্রকল্প যার প্রাক্কলিত ব্যয় ১৬২৯৩.০০ লক্ষ টাকা এবং মেয়াদকাল অক্টোবর, ২০১৮ - সেপ্টেম্বর, ২০২৩ খ্রিঃ পর্যন্ত। • ব্রীড আপগ্রেডেশন থ্রু প্রজেনী টেস্ট প্রকল্প যার প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৪১৩.০০ লক্ষ টাকা এবং মেয়াদকাল জুলাই, ২০১৪ - জুন, ২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত।		
৮.	কুমির থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রাণির চামড়া সঠিকভাবে প্রক্রিয়া করে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে	নির্দেশনাটি এ মন্ত্রণালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় বিধায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	নির্দেশনাটি এ মন্ত্রণালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় মর্মে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পত্র প্রেরণ করতে হবে।	অতিঃ সচিব (প্রাস-২)/ মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
৯.	সমুদ্র বিজয়ের ফলে পরিধি ও বিস্তৃতি বেড়ে যাওয়ায় গভীর সমুদ্রে মাছ সংরক্ষণ ও আহরণ নিয়ন্ত্রিত এবং সঠিক পদ্ধতিতে হওয়ার পদক্ষেপ নিতে হবে।	সভায় বিষয়টি বাস্তবায়িত মর্মে আলোচনা হয়। ইহা একটি চলমান প্রক্রিয়া। তাছাড়া মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, • আর ভি মীন সন্ধানী জাহাজ দ্বারা বঙ্গোপসাগরে মোট ২৪টি সার্ভে ক্রুজ পরিচালনা করে মোট ৪৫৭টি প্রজাতি সনাক্ত করা হয়েছে এবং জৈবিক বিশ্লেষণের নিমিত্ত ডাটা সংরক্ষণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ৩৯৪ প্রজাতির মাছ, ২৪ প্রজাতির চিংড়ি, ২১ প্রজাতির কাঁকড়া, ০৩ প্রজাতির লবস্টার, ০১ প্রজাতির মান্টিস এবং ১৪ প্রজাতির মোলাস্ক পাওয়া গিয়েছে। • ২০২০ সালে R.V. Dr. Fridtjof Nansen কর্তৃক ৩০ দিন ব্যাপী সার্ভে পরিচালনার জন্য মন্ত্রণালয় হতে FAO কে অনুরোধ পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। • হাতিয়া উপজেলাধীন নিঝুমদ্বীপ এবং তৎসংলগ্ন মোট ৩,১৮৮ বর্গ কি.মি এলাকাকে সামুদ্রিক সংরক্ষিত (marine reserves) এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। • FAO এর উদ্যোগে SOLAS (Safety of Life at Sea) ২৯-৩০খ্রি. তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ একাডেমী, চট্টগ্রাম এ অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কোর্সে মৎস্য অধিদপ্তরের ২২ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী	ক) চলমান প্রক্রিয়া ফলোআপ করতে হবে। খ) সমুদ্র থেকে টুনা মাছ সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রথমে সরকারী প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে আসতে হবে। প্রয়োজনে এ বিষয়ে নতুন কোন প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।	যুগ্মসচিব (মৎস্য), যুগ্ম-সচিব (ব্লু ইকোনমি), যুগ্ম-প্রধান, মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর

		অংশগ্রহণ করেছেন। • "গভীর সমুদ্রে টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মাছ আহরণে পাইলট প্রকল্প" শীর্ষক প্রকল্পের পুনর্গঠিত ডিপিপি গত ১৬/০৯/২০১৯ খ্রি. তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। "Capacity building for capturing tuna and tuna like fish in the Bay of Bengal" শীর্ষক TCP (Technical Cooperation Project) এর প্রস্তাব ৩১/০৭/২০১৯ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।		
১০.	দেশের আপামর জনসাধারণের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের জন্য কো-অপারেটিভের মাধ্যমে খামার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	সভায় বিষয়টি বাস্তবায়িত মর্মে আলোচনা হয়। ইহা একটি চলমান প্রক্রিয়া।	ক) চলমান প্রক্রিয়া ফলোআপ করতে হবে। খ) বেসরকারী খামার প্রতিষ্ঠার জন্য ফি'র পরিমাণ কমাতে হবে।	অতিঃ সচিব (প্রাস-২), মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
১১.	দুধ ও মাংসের চাহিদা পূরণে দেশের দক্ষিণ এবং পশ্চিমাঞ্চলে বিরাট চর এলাকায় মহিষের খামার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় জানান যে, ইহা একটি চলমান প্রক্রিয়া যা ফলোআপ করা হচ্ছে।	ভোলার চর এলাকা এবং সুনামগঞ্জে মহিষ খামার স্থাপনের জন্য নতুন করে প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রাস-২), যুগ্মপ্রধান, মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
১২.	Black Bengal Goat -এর মাংস মধ্যপ্রাচ্যে খুবই জনপ্রিয় বিধায় প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতিকে জোরদার করে মধ্য প্রাচ্যের বাজারে স্থান করে নেয়া যেতে পারে।	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় জানান যে, ব্লাক বেঙ্গল জাতের ছাগল উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্পের বেইজলাইন সার্ভে কার্যক্রম চলমান CGF-দের ইনপুট সহায়তার ক্ষেত্রে ৫৪ জনকে ৩১.৭৫ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) সভায় জানান যে, প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সিকেকটিভ ব্রিডিং এর মাধ্যমে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের কৌলিকমান উন্নয়ন নিয়ে বিভিন্ন গবেষণা চলমান রয়েছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার সুপারিশের মাধ্যমে ইনস্টিটিউটের ছাগল ও ভেড়া গবেষণা খামার হতে কৌলিকমান উন্নয়নকৃত দেশীয় জাতের ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের পাঠা সারাদেশে ছাগল পালনকারী খামারীদের মাঝে বিতরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	Black Bengal Goat-এর উৎপাদন বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে গৃহীত প্রকল্প গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সম্পন্ন করতে হবে। ছাগলের কৃত্রিম প্রজনন কাজ দ্রুত শুরু করার জন্য বিএলআরআই প্রয়োজনীয় গবেষণা শুরু করবে।	অতিঃ সচিব (প্রাস-২)/যুগ্মপ্রধান মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর/ বিএলআরআই
১৩.	বিদেশে প্রচুর চাহিদার প্রেক্ষিতে ভেড়ার মাংস উৎপাদনে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় জানান যে, ক) সমাজ ভিত্তিক ও বাণিজ্যিক খামারে দেশী ভেড়ার উন্নয়ন ও সংরক্ষণ প্রকল্প (কম্পোনেন্ট-বি) দ্বিতীয় পর্যায় গত ডিসেম্বর মাসে সমাপ্ত হয়েছে। তবে ভেড়ার মাংসের উপকারিতা সম্পর্কে বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেল এবং রেডিওতে বহুল প্রচারের জন্য টিভি স্পট, নাটিকা, ভিডিও ডকুমেন্টারী, জারিগান এবং আরডিসি তৈরী করা হয়েছে যা পর্যায়ক্রমে প্রচারিত হচ্ছে। ভেড়ার মাংস জনপ্রিয় করতে বিভিন্ন বাজারে ভেড়ার মাংস বিক্রির দোকান খোলা হয়েছে। খ) বেসরকারি ভেড়ার খামার রেজিস্ট্রেশনের আওতায় আনার কার্যক্রম চলমান আছে। দেশব্যাপী রেজিস্টার্ড ভেড়ার খামারের সংখ্যাঃ খামারের | চলতি মাসে | মোট ক্রমপুঞ্জিত	(ক) ভেড়া ও মাংসের উপকারিতা জনপ্রিয় করার জন্য ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় নিয়মিত প্রচার করতে হবে। (খ) সকল ভেড়ার খামার রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা নিতে হবে। (গ) ভেড়া, ছাগল ও মহিষের ক্ষেত্রে ৫% হারে সুদে ঋণ প্রদানের জন্য প্রেরিত পত্রের ফলোআপ করতে হবে। (ঘ) ভেড়ার প্রকল্প	অতিঃ সচিব (প্রাস- ২) মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মহাপরিচালক, বিএলআরআই

		বিবরণ | অক্টোবর/১৯) | জুলাই/১৯ হতে অক্টোবর/১৯ রেজিস্টার্ড ভেড়ার খামার | ৪ | ৩,৭৫৭ মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট সভায় জানান যে, ভেড়া পালন ও ভেড়ার মাংসের উকারিতা সম্পর্কে বিভিন্ন ইলেকট্রনিক্স ও প্রিন্ট মিডিয়া এবং বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে (ইউ টিউব, ফেসবুক) প্রচার প্রচারণা অব্যাহত রয়েছে। নতুন করে আর একটি ভিডিও তৈরীর কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। ছাগল ও ভেড়া উৎপাদন গবেষণা খামার হতে অধিক উৎপাদনশীল দেশীয় ভেড়ার পাঁঠা সারাদেশে খামারীদের বিতরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া অস্ট্রেলিয়া থেকে আমদানীকৃত ১০০% বিশুদ্ধ জাতের অধিক উৎপাদনশীল বিদেশী ভেড়ার অভিযোজন ও সংরক্ষণ করা হচ্ছে। পাশাপাশি দেশী ভেড়ার সাথে সংকরায়নের মাধ্যমে Up-grated সংকর জাত উৎপাদন করা হচ্ছে। স্বল্প পরিসরে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে দেশী ভেড়ার জাত প্রজননের কাজও চলমান রয়েছে।	গ্রহণপূর্বক জরুরি ভিত্তিতে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	
১৪.	মালয়েশিয়াতে ঝিনুকের চাহিদা থাকায় কাঁকড়া, শামুক, ঝিনুক ইত্যাদি প্রক্রিয়াজাত করণের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, অক্টোবর, ২০১৯ মাসে মৎস্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ০.৬৩ মিলিয়ন ইউ.এস. ডলার মূল্যের ৩৫.৮৩ মে.টন কাঁকড়া এবং ২.৪২ মিলিয়ন ইউ এস ডলার মূল্যের ৯২৮.৪৯ মে.টন কুঁচিয়া রপ্তানি করা হয়েছে। চলতি ২০১৯-২০ অর্থবছরের জুলাই,২০১৯ মাস হতে অক্টোবর, ২০১৯ মাস পর্যন্ত মৎস্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে ৩.৬৮ মিলিয়ন ইউ.এস. ডলার মূল্যের ৩৭৯.৮৫ মে.টন কাঁকড়া এবং ১১.০৩ মিলিয়ন ইউ এস ডলার মূল্যের ৪১৪৭.৩০ মে.টন কুঁচিয়া রপ্তানি করা হয়েছে।	(ক) কাঁকড়া, শামুক, ঝিনুক ইত্যাদি বিদেশে রপ্তানি বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। (খ) রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ও বনবিভাগ হতে কুচিয়া রপ্তানির তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।	যুগ্মসচিব (মৎস্য) মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর/ মহাপরিচালক, বিএফআরআই
১৫.	গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠির অর্থনৈতিক উন্নয়নে হাঁস-মুরগির খামারসহ যে সকল খামারে ঋণ প্রদান করা হয়েছে সেগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা তদারকি করতে হবে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, ক) মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের আওতায় ১৯৯৬-৯৭ অর্থবছর হতে অক্টোবর, ২০১৯ পর্যন্ত ৩৫ কোটি ১১ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে এবং ক্রমপুঞ্জিতভাবে ২৪ কোটি ৫০ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা আদায় করা হয়েছে। আদায়ের হার ৮৭%। খ) ক্ষুদ্রঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দায়মুক্তি প্রদানের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন। (ঘ) মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষুদ্রঋণ সম্পূর্ণ সুদমুক্ত। শুধুমাত্র ৫% হারে সার্ভিস চার্জ প্রযোজ্য। (ঙ) ঋণের জন্য অডিট নিষ্পত্তির বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় অবহিত করেন যে, ক) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের আওতায় ১৯৯৬-৯৭ হতে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের **অক্টোবর/১৯** খ্রিঃ পর্যন্ত ১ লক্ষ ২৯ হাজার ১০৮ জন সুফলভোগীর মাঝে সর্বমোট ৮৭ কোটি ২০ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা (মূল বিনিয়োগ+পুণঃবিনিয়োগ) বিতরণ করা হয়েছে। ১৯৯৭-৯৮ হতে অক্টোবর/২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত আদায়কৃত টাকার পরিমাণ ৬৬ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা, আদায়ের হার ৭৮.০৩%। বিতরণ নীতিমালা অনুযায়ী ঘূর্ণায়মান তহবিল থেকে ঋণ বিতরণ অব্যাহত আছে।	ক) ক্ষুদ্র ঋণ ও ঘূর্ণায়মান তহবিলের অর্থ বিতরণ ও আদায় নীতিমালা অনুযায়ী অব্যাহত রাখাসহ অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করতে হবে। খ) ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দায়মুক্তি প্রদানের বিষয়ে পদ্ধতিগত প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। (গ) ঋণের ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। (ঘ) প্রাণিসম্পদের ন্যায় মৎস্য সম্পদের ক্ষেত্রে ৫% সরল সুদে ঋণ প্রদানের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (ঙ) ঋণের জন্য অডিট	অতিঃ সচিব (প্রাস-২)/ যুগ্মসচিব (মৎস্য) মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর

		খ) ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দায়মুক্তি প্রদানের বিষয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হবে। গ) যোগাযোগ অব্যাহত আছে। ঙ) ঋণের ব্যাপারে অডিট নিষ্পত্তির বিষয়ে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব প্রেরণ করা হবে।	নিষ্পত্তির বিষয়ে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।	
১৬.	মনিটরিং ও আইন প্রয়োগের মাধ্যমে খাদ্য দ্রব্যে ফরমালিন মিশ্রনের বিষয়টি নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।	সভায় বিষয়টি বাস্তবায়িত মর্মে আলোচনা হয়। ইহা একটি চলমান প্রক্রিয়া।	মাছে ফরমালিন মিশ্রন রোধে এবং মৎস্য ও পশুখাদ্যে ভেজাল রোধে আইন প্রয়োগসহ মনিটরিং জোরদার করতে হবে।	অতিঃ সচিব (প্রাস-২), যুগ্মসচিব (মৎস), মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মহাপরিচালক, বিএলআরআই
১৭.	এ মন্ত্রণালয়ের কাজের পরিধি দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উইংয়ের জন্য একটি করে দুইটি অতিরিক্ত সচিবের পদ সৃজনের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) সভাকে জানান যে, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চাহিত তথ্যের ভিত্তিতে তথ্যাদি গত ০৭ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে প্রেরণ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১৩ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখের পত্রে ০৬ (ছয়) টি ক্যাডার পদ স্থায়ীভাবে এবং ১৫(পনের) টি সহায়ক পদ অস্থায়ীভাবে সৃজনে সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়েছে। ১৫(পনের) টি সহায়ক পদ অস্থায়ীভাবে সৃজনে সম্মতি জ্ঞাপনের জন্য অর্থ বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হলে অর্থ বিভাগ হতে ০৬ (ছয়) টি ক্যাডার পদের পৃষ্ঠাংকৃত জি.ও এর কপি চাওয়া হয়। ফলে ০৬ (ছয়) টি ক্যাডার পদের পৃষ্ঠাংকৃত জি.ও এর কপি প্রেরণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২১ অক্টোবর ২০১৯ তারিখের পত্রে ০৬ (ছয়) টি ক্যাডার পদ স্থায়ীভাবে সৃজনের নিমিত্ত অর্থ বিভাগের নির্ধারিত চেকলিস্ট পূরণ করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রস্তাব প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। উক্ত ০৬ (ছয়) টি ক্যাডার পদ স্থায়ীভাবে সৃজনের নিমিত্ত অর্থ বিভাগের নির্ধারিত চেকলিস্ট পূরণ করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	০৬ (ছয়) টি ক্যাডার পদ স্থায়ীভাবে এবং ১৫(পনের) টি পদ অস্থায়ীভাবে সৃজিত পদের পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
১৮.	বাংলাদেশের দক্ষিণে একটি মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি স্থাপন করা যেতে পারে।	মৎস্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধি সভায় জানান যে, খুলনা, চট্টগ্রাম ও ঢাকায় ৩টি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরির কার্যক্রম পূর্ব হতে অব্যাহত আছে। 'Promoting Quality and Safety Compliance of Fish and Fishery Products in Bangladesh' শীর্ষক প্রকল্পে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতাধীন বিদ্যমান ০৩ টি মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি আধুনিকীকরণ ও ল্যাব অপারেশন জোরদারকরণ (যেমন: ল্যাবে কুলিং সিস্টেম স্থাপন, ল্যাবরেটরি ইকুপমেন্ট ক্রয় ইত্যাদি) এর জন্য সংস্থান রাখা হয়েছে। এছাড়া উক্ত প্রকল্পে Fish Organoleptic Lab. স্থাপনেরও সংস্থান রাখা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে এবং নিয়মিত ফলো আপ করা হচ্ছে।	(ক) প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ল্যাবরেটরি স্থাপন করতে হবে। (খ) প্রকল্প অনুমোদনের বিষয়টি ফলোআপ করতে হবে। (গ) বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট এর ল্যাবরেটরিতে মৎস্য পণ্য পরীক্ষা করবে।	যুগ্মসচিব (মৎস্য)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর/ মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট
১৯.	সরকারি চিড়িয়াখানা, মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউট ইত্যাদি থেকে যে রাজস্ব আয় হয় তার একটি নির্দিষ্ট পরিমান অংশ ঐ	উপসচিব (প্রাণিসম্পদ-২ অধিশাখা) সভায় জানান যে, এ মন্ত্রণালয় হতে ০৪/০৫/২০১৭ তারিখের বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানা এবং রংপুর বিনোদন উদ্যান এর নিজস্ব আয় এর একটি নির্দিষ্ট পরিমান অর্থ ঐ প্রতিষ্ঠানদ্বয়ে ব্যয় করার অনুমতি/সম্মতি প্রদানের জন্য অর্থ বিভাগ, অর্থ	অর্থ বিভাগে প্রেরিত পত্রের ফলোআপ করতে হবে।	অতিঃ সচিব (প্রাস-২), মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

	প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রয়োজনে ব্যয় করতে পারবে।	মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়। অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় ৪/১২/২০১৭ তারিখে কতিপয় কাগজপত্র/তথ্যাদি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করে। উক্ত তথ্যাদি প্রেরণের জন্য ১১/১২/২০১৭ তারিখে মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয় । উক্ত তথ্যাদি প্রেরণ না করায় এ মন্ত্রণালয় হতে ২২/১১/২০১৮ তারিখে তাগিদ পত্রের মাধ্যমে মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরকে পুনরায় অনুরোধ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে তথ্যাদি পাওয়ায় ১৪/০২/২০১৯ বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানা এবং রংপুর বিনোদন উদ্যান এর নিজস্ব আয়ের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ঐ প্রতিষ্ঠানদ্বয়ে ব্যয় করার অনুমতি/সম্মতি প্রদানের জন্য অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয় এবং সম্মতি না পাওয়ায় ০২/১০/২০১৯ তারিখে পুনরায় অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়েছে।		
২০.	২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে বাংলাদেশ যাতে মাথা উচু করে দাঁড়াতে পারে তার জন্য সকলকে একসাথে কাজ সরতে হবে।	২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে বাংলাদেশ যাতে মাথা উচু করে দাঁড়াতে পারে তার জন্য এ মন্ত্রণালয় এবং এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা আন্তরিকতার সাথে কাজ করার জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	নির্দেশনাটি বাস্তবায়নের জন্য সকলকে আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (সকল)/যুগ্মসচিব (সকল)/ যুগ্মপ্রধান/সকল সংস্থা প্রধান
২১.	২০০৯-১২ এবং ২০১২-১৩ অর্থ বছরে এ মন্ত্রণালয়ের প্রকাশিত দু'টি বার্ষিক প্রতিবেদনকে সমন্বিত করে একটি প্রতিবেদন তৈরি করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	সভায় নির্দেশনাটি বাস্তবায়িত মর্মে আলোচনা হয়।	নির্দেশনাটি বাস্তবায়িত মর্মে গণ্য করা যায়।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর
২২.	মৎস্য অধিদপ্তরের জনবল কাঠামো সংশোধন ও পুনর্গঠন করে ইউনিয়ন পর্যন্ত সম্প্রসারণের পদক্ষেপ গ্রহণ	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে,মৎস্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন ক্যাটাগরির ১,৫৩১টি পদ ও ৬০০টি ক্ষেত্র সহকারী পদে চাহিত তথ্যাদি গত ০৯/১০/২০১৯ তারিখে অর্থ বিভাগের ব্যয় ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগে প্রেরণ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে অর্থ বিভাগের ব্যয় ব্যবস্থাপনা অধিশাখার ১৩/১১/২০১৯ তারিখের ৪৩৮ সংখ্যক স্মারকের পত্রে ৬০০টি ক্ষেত্র সহকারী পদ রাজস্বখাতে অস্থায়ীভাবে সৃজনে অপারগতা জ্ঞাপন করা হয়েছে। অপরদিকে মৎস্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন ক্যাটাগরির ১,৫৩১টি পদের বিষয়ে কোন সুস্পষ্ট তথ্য জানানো হয়নি। সার্ভেল্যান্স চেক পোস্টের জন্য ৪২৪টি পদ সৃজনের বিষয়ে ২৮/১০/২০১৮ তারিখে মন্ত্রণালয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	পদ সৃজনের বিষয়ে সমন্বিত সভা আহবান করতে হবে।	যুগ্মসচিব (মৎস্য/ব্লু-ইকোনমি)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
২৩.	মেঘনা নদীর তীরবর্তী স্থানে এবং কক্সবাজারের সোনাদিয়াতে মুক্তা উৎপাদনকারী ঝিনুকের উপস্থিতির ওপর জরিপ পরিচালনা করতে হবে।	মহাপরিচালক, বিএফআরআই সভায় জানান যে, নির্দেশনাটি ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে। পরবর্তী কার্যক্রম ফলোআপ করা হচ্ছে।	নির্দেশনাটি বাস্তবায়িত মর্মে গণ্য করা যায়।	মহাপরিচালক, বিএফআরআই/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।
২৪.	বাণিজ্যিক চাষের উদ্দেশ্যে মুক্তার আকার	মহাপরিচালক, বিএফআরআই সভায় জানান যে, বর্তমানে নিউক্লিয়াস অপারেশন পদ্ধতিতে দেশীয় ঝিনুকে	ঝিনুকে অপেক্ষাকৃত বড় আকারের মুক্তা	মহাপরিচালক, বিএফআরআই/

	বড় করার ওপর গবেষণা জোরদার করতে হবে।	অপেক্ষাকৃত বড় আকারের গোলাকৃতির (৪-৫ মিমি) মুক্তা উৎপাদন করা হচ্ছে এবং তা আরো বড় করার লক্ষ্যে গবেষণা অব্যাহত রয়েছে। তাছাড়া সভায় ঝিনুকে অপেক্ষাকৃত বড় আকারের মুক্তা উৎপাদন করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	উৎপাদন করার লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।	মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।
২৫.	কোন ধরণের Treatment ছাড়া প্রকৃতি থেকে সংগৃহীত মুক্তা বহু বছর রেখে দিলে এক সময় মুক্তাগুলি বিলীন (Disappear) হয়ে যায় কেন, এর কারণ অনুসন্ধান।	মহাপরিচালক, বিএফআরআই সভায় জানান যে, ইনস্টিটিউটে এ বিষয়ে গবেষণা অব্যাহত আছে।	চলমান কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং অগ্রগতি সভায় জানাতে হবে।	মহাপরিচালক, বিএফআরআই/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।
২৬.	ইমেজ পার্ল বা চ্যাপ্টা মুক্তার চাহিদা থাকায় বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদনের লক্ষ্যে এর উপর গবেষণা করতে হবে।	মহাপরিচালক, বিএফআরআই সভায় জানান যে, ইনস্টিটিউট থেকে ইমেজ পার্ল বা চ্যাপ্টা মুক্তা উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবনে ইতোমধ্যে সফলতা অর্জিত হয়েছে। প্রযুক্তিটি প্রমিতকরণের লক্ষ্যে বর্তমানে গবেষণা অব্যাহত আছে।	চলমান কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং অগ্রগতি সভায় জানাতে হবে।	মহাপরিচালক, বিএফআরআই/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।
২৭.	গণভবনের লেক মুক্তা চাষের উপযোগী হলে সেখানে মুক্তার প্রর্দশনী চাষ করতে হবে।	মহাপরিচালক, বিএফআরআই সভাকে অবহিত করেন যে, নির্দেশনাটি ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে।	নির্দেশনাটি বাস্তবায়িত মর্মে গণ্য করা যায়।	মহাপরিচালক, বিএফআরআই/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।
২৮.	উপরোল্লিখিত কাজ সুষ্ঠুভাবে করার লক্ষে দীর্ঘ ও ধারাবাহিক গবেষণা পরিচালনার নিমিত্ত একটি ডিপিপি প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে পেশ করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট সভাকে অবহিত করেন যে, ইতোমধ্যে ইনস্টিটিউট কর্তৃক গৃহিত প্রকল্পের আওতায় ঝিনুকে মুক্তা উৎপাদন গবেষণার পাশাপাশি ঝিনুকের প্রজনন কৌশল উদ্ভাবন, উৎপাদিত মুক্তার আকার বৃদ্ধি ও রং প্রমিতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করা হচ্ছে।	ক) ডিপিপি অনুমোদিত হয়ে বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান এবং নির্দেশনাটি বাস্তবায়িত মর্মে গণ্য করা যায়। খ) উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি জানাতে হবে।	মহাপরিচালক, বিএফআরআই/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।
২৯.	জাতীয় প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি ব্যবস্থাপনা ইনষ্টিটিউট এবং রোগ অনুষন্ধান গবেষণাগার স্থাপন প্রকল্প।	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় অবহিত করেন যে, নির্দেশনাটি বাস্তবায়িত মর্মে গণ্য করা যায়।	নির্দেশনাটি বাস্তবায়িত মর্মে গণ্য করা যায়।	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।

৪। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির ন্যায় যে সকল নির্দেশনাসমূহ শতভাগ বাস্তবায়িত হয়েছে সে সকল ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংস্থা প্রধান-কে শতভাগ বাস্তবায়ন মর্মে প্রতিবেদন দিতে হবে। এরুপ প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর নির্দেশনাটি বাস্তবায়ন মর্মে গণ্য করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে জানাতে হবে।

৫। বিগত ০১/০৪/২০১৫ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মৎস্য ও চিংড়ি সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির ৩য় সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন:

ক্রঃ নং	আলোচ্যসূচি	মৎস্য ও চিংড়ি সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির ৩য় সভার সিদ্ধান্তসমূহ	আলোচনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিবরণ	বাস্তবায়নে
১	দেশের অর্থনীতিতে সমুদ্র সম্পদের অপার সম্ভাবনা বিবেচনায় সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের সংরক্ষণ ও উন্নয়নসহ দেশের মৎস্য সম্পদের সামগ্রিক	পদ সৃজনের বিষয়ে সমন্বিত সভা আহবান করতে হবে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, মৎস্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন ক্যাটাগরির ১,৫৩১টি পদ ও ৬০০টি ক্ষেত্র সহকারী পদে চাহিত তথ্যাদি গত ০৯/১০/২০১৯ তারিখে অর্থ বিভাগের ব্যয় ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগে প্রেরণ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে অর্থ বিভাগের ব্যয় ব্যবস্থাপনা	যুগ্মসচিব (মৎস্য)/ যুগ্মসচিব (ব্লু-ইকোনমি)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর

	উন্নয়নের লক্ষ্যে দক্ষ জনবল সৃষ্টি ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন।		অধিশাখার ১৩/১১/২০১৯ তারিখের ৪৩৮ সংখ্যক স্মারকের পত্রে ৬০০টি ক্ষেত্র সহকারী পদ রাজস্বখাতে অস্থায়ীভাবে সৃজনে অপারগতা জ্ঞাপন করা হয়েছে। অপরদিকে মৎস্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন ক্যাটাগরির ১,৫৩১টি পদের বিষয়ে কোন সুস্পষ্ট তথ্য জানানো হয়নি। সার্ভেল্যান্স চেক পোস্টের জন্য ৪২৪টি পদ সৃজনের বিষয়ে ২৮/১০/২০১৮ তারিখে মন্ত্রণালয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	
২	পরিবেশবান্ধব ও উন্নত চাষ পদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে টেকসই ভিত্তিতে চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিদ্যমান অবকাঠামো সংস্কার ও নির্মাণ এবং চিংড়ি চাষিকে স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান।	ক) প্রান্তিক চিংড়ি চাষিকে এক অংক বিশিষ্ট সুদে ও সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের বিষয়টি অর্থ মন্ত্রণালয় এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ। খ) উপকূলীয় এলাকায় পোল্ডারের স্লুইসগেটসমূহ সংস্কার/ পুনঃনির্মাণে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, তথা পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় জরুরী ভিত্তিতে উদ্যোগ গ্রহণ করবে। গ) জরুরী ভিত্তিতে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং এ মন্ত্রণালয় সমন্বয়ে ত্রিপক্ষীয় সভা আহবান করতে হবে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, ক) সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিমিত্তে বিগত ২৪/০৫/১৬ তারিখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক সচিব, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। খ) সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিমিত্তে বিগত ২৪/০৫/১৬ তারিখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। গ) এ মন্ত্রণালয়, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এবং বাংলাদেশ ব্যাংক সমন্বয়ে ত্রিপক্ষীয় সভা করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।	যুগ্মসচিব (মৎস্য)/ যুগ্মসচিব (ব্লু-ইকোনমি)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
৩.	নিরাপদ মৎস্য সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রমের সক্ষমতা বৃদ্ধির নিমিত্ত প্রয়োজনীয় জনবল সৃষ্টি, **NRCP** -এর আওতা বৃদ্ধিকরণ এবং মান নিয়ন্ত্রণ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রণোদনা প্রদান।	ক) মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ শাখার ১৩৬টি পদ সৃজনে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং অর্থ মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ। খ) মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিতে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নির্দিষ্ট হারে প্রণোদনা প্রদানের বিষয়টি অর্থ মন্ত্রণালয় পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ । গ) অর্থ বিভাগে প্রেরিত পত্রের তাগিদপত্র দিতে হবে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, ক) মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ শাখার ১৩৬টি পদ সৃজনের বিষয়ে বিগত ২৮/১০/২০১৮ তারিখে এ মন্ত্রণালয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। খ) ঝুঁকিভাতা/প্রণোদনা অনুমোদনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিগত ০২/০৯/২০১৫ খ্রি. তারিখে অর্থ বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	যুগ্মসচিব (মৎস্য)/ যুগ্মসচিব (ব্লু-ইকোনমি)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
৪.	টেকসইভিত্তিক জাতীয় মাছ ইলিশ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত ''ইলিশ উন্নয়ন ট্রাস্ট ফান্ড গঠন''।	ক) ইলিশ সম্পদের স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের জন্য দরিদ্র জেলেদের সঞ্চয়ী করে তোলা ও আপদকালীন জীবিকা পরিচালনা এবং বিকল্প কর্মসংস্থানের সহায়ক তহবিল গঠনের নিমিত্ত 'আমার বাড়ী, আমার খামার' প্রকল্পে অনুসৃত মডেলের অনুরূপ প্রাথমিকভাবে সরকারি অনুদানভিত্তিক ''ইলিশ উন্নয়ন ফান্ড'' গঠনে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় আরো পরীক্ষা করে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। ইতোমধ্যে গঠিত ট্রাস্ট ফান্ডের ট্রাস্ট শব্দটির পরিবর্তে ফান্ড শব্দটি ব্যবহার করা প্রয়োজন। খ) বিধিমালা প্রণয়ন করে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, ECOFISH^{BD} প্রকল্পের মাধ্যমে ৩.৫ কোটি টাকার থোক বরাদ্দ প্রদান করে একটি আবর্তক তহবিল গঠন করা হয়েছে। ইলিশ সম্পদের উন্নয়নে গঠিত "ইলিশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন তহবিল" শিরোনামের আবর্তক তহবিলটি সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য বিগত ১৮/০৯/২০১৭ খ্রি. তারিখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হতে "আবর্তক তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকা" এর অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে এবং "ট্রাষ্ট ফান্ড" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হয়েছে। অনুমোদিত "আবর্তক তহবিল ব্যবহার	যুগ্মসচিব (মৎস্য)/ যুগ্মসচিব (ব্লু-ইকোনমি)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর

			নির্দেশিকা" অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।	
৫.	প্রাকৃতিক উৎস থেকে চিংড়ির রেণু/পোনা আহরণ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে চিংড়ি পোনা আহরণকারী দরিদ্র জেলেদের ভিজিএফ সহায়তা প্রদান ও বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।	ক) প্রাকৃতিক উৎস থেকে চিংড়ি পোনা আহরণ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করার জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, ক) নির্দেশনাটি মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে।	যুগ্মসচিব (মৎস্য)/ যুগ্মসচিব (ব্লু-ইকোনমি)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
৬.	রুইজাতীয় মাছের স্বতন্ত্র প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র হালদা নদী সংরক্ষণ এবং এ নদীতে স্থাপিত ৪০ কি.মি. দীর্ঘ অভয়াশ্রম স্থায়ীভাবে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল সৃষ্টি, অর্থের সংকুলান ও আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়।	ক) মাছের কৌলিতাত্ত্বিক বিশুদ্ধতা (Genetic purity) অক্ষুন্ন রাখতে হালদা নদীকেন্দ্রিক বিভিন্ন সংস্থার কার্যক্রম সমন্বিতভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে মাননীয় মূখ্য সচিবের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, বিদ্যুৎ বিভাগ, ওয়াসা এবং পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অংশগ্রহণে অগ্রাধিকার নির্ধারণ ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন সমন্বয় করার পদক্ষেপ গ্রহণ।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, ক) স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার খসড়া করা হয়েছে এবং খসড়া প্রতিবেদন অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয় হতে ০১/০২/২০১৭ খ্রি. তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মহোদয়ের নেতৃত্বে গঠিত কমিটিতে প্রেরণ করা হয়েছে।	যুগ্মসচিব (মৎস্য)/ যুগ্মসচিব (ব্লু-ইকোনমি)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
৭.	মৎস্যখাদ্যে স্থানীয়ভাবে আমিষের উৎস বাড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ।	ক) মাছের জন্য তৈরি খাদ্যের মূল্য ক্রয়সীমার মধ্যে রাখার লক্ষ্যে, বিশেষতঃ মৎস্যখাদ্যে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত আমিষের উৎস বৃদ্ধির লক্ষ্যে সয়াবিন ও ভুট্টার উৎপাদন বাড়ানোর জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে। সভার আলোচনা মোতাবেক পুনরায় পত্র প্রেরণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, সয়াবিন ও ভুট্টার উৎপাদন বাড়ানোর জন্য ০৮/০৭/২০১৫ ও ০৮/১১/২০১৭ খ্রি. তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে সভায় গুরুত্বসহকারে আলোচনা হয়।	যুগ্মসচিব (মৎস্য)/ (ব্লু-ইকোনমি)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
৮.	তিস্তা বাঁধ প্রকল্পের সেচ ক্যানেলে মাছচাষ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি প্রদান।	তিস্তা বাঁধ প্রকল্পের সেচ ক্যানেলে সমাজভিত্তিক মাছচাষ কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের সাথে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের নিমিত্ত পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়কে সদয় নির্দেশনা প্রদান।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, মৎস্য অধিদপ্তরের ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের মধ্যে ০২/১১/২০১৫ খ্রি. তারিখে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। জেলা প্রশাসন ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের সমন্বিত অংশগ্রহণে সেচ ক্যানেলে সমাজভিত্তিক মাছচাষ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।	যুগ্মসচিব (মৎস্য)/ (ব্লু-ইকোনমি)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর

৬। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোঃ রইছউল আলম মন্ডল)
সচিব